PRINT

সমকাল

সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা চাই

উচ্চশিক্ষা

১০ ঘণ্টা আগে

রোকেয়া বেগম

আমি একজন মা, অভিভাবক এবং একজন শিক্ষক। আমি পড়াশোনায় সুযোগ পাওয়া মানুষ হিসেবে স্বপ্ন দেখি- আমার ছাত্র, আমার সন্তান পড়াশোনা করবে, বিবেকবান মানুষ হবে, দেশের উন্নয়ন তথা কল্যাণে তার জ্ঞানকে কাজে লাগাবে।

জাফর ইকবাল স্যার সময়োপযোগী সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্তের অনুরোধের জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কাছে যে সুচিন্তিত যুক্তি তুলে ধরেছেন; এমন কলমী শক্তিকে একজন মা, অভিভাবক ও শিক্ষক হিসেবে স্যারকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমি দেশের বিজ্ঞ সিদ্ধান্ত প্রণেতাদের প্রতি তৃণমূল পর্যায়ের শিক্ষক ও অভিভাবকরা কীভাবে সেই কোচিং এবং ভর্তিযুদ্ধের সম্মুখীন হন, তারই চিত্র তুলে ধরছি।

দৃশ্যপট-১ :বাবা নেই। ভাই একজন প্রাইভেট কলেজের শিক্ষক। আরও দুই বোনের দায়িত্ব ওই শিক্ষক ভাইয়ের ওপর। তার ওপর ভাইয়ের পরিবার ও বিধবা মায়ের চিকিৎসা খরচ। ছোট ভাইটির এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে কোচিংয়ের জন্য ঢাকা যেতে হবে। তার সব বন্ধু যাচ্ছে, সেও যাবে। বড় ভাই ঋণ করে টাকা দিয়ে কোচিং করান। তার কয়েক মাস ঢাকা থাকা ও কোচিং সেন্টারের ফি বাবদ এক লাখ টাকা খরচ হয়। সেই কোচিং নেওয়া ভাই মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোথাও চান্স পায়নি। অবশেষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজে ভর্তি হয়।

দৃশ্যপট-২ :মা শিক্ষিকা। বাবা প্রাইভেট চাকরিজীবী। মেয়ে এইচএসসির পর ভর্তি কোচিং করবে; সব বান্ধবী যাচ্ছে। মেয়ে ঢাকার তথাকথিত নামি কোচিংয়ে ভর্তি হয়। শিক্ষক মায়ের আরও দুই সন্তান স্কুলে পড়াশোনা করে। ভর্তি হওয়ার পর মেয়ে হঠাৎ ঢাকা শহরের কোচিং এবং বিচিত্র চিপা গলির যন্ত্রণায় অস্থির। কত দিক দিয়ে যে সমস্যা! মা সকালে কলেজে যান, তো বিকেলে মেয়ের কাছে যেতে হয়। ভর্তি করানোর পর না ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে, না রাখা যাচ্ছে। এভাবে মা-মেয়ে দু'জনই মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। মেয়েকে কয়েকবার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়।

কয়েক মাস কোচিং শেষে সে ভর্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। আজ রাজশাহী তো কাল চট্টগ্রাম, পরশু সিলেট। মেয়ের আবদার ও প্রথম সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নে মা-বাবা ভর্তি

কোচিং এবং যুদ্ধের বন্দুক হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস! কোথাও পাবলিক ভার্সিটিতে তার চান্স হয়নি।

আরও এমন হাজারো দৃশ্যপট বাংলাদেশে! কার কাছে দাঁড়াবেন অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীরা? কার কাছে দুঃখের গল্প বলে স্বস্তি পাবেন?

আমার পাশের দু'জন শিক্ষক ও অভিভাবকের চিত্র তুলে ধরলাম। আমি ছোট শহরে, ছোট একটি কলেজের শিক্ষক। আমার বাংলাদেশের কত শিক্ষার্থী এবং বাবা-মা এই তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন! কোমলমতি এক শিক্ষার্থী যখন এত কষ্টের পর তার সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না, তখন তার ভেতরের কান্না লুকাবে কোথায়? আমি শিক্ষক এবং মা হিসেবে কী করতে পারছি তার জন্য? তাই কোচিং সেন্টারের মালিক-শিক্ষিত মানুষদের অনুরোধ করছি, কোচিং সেন্টার কোন মেধা বিকাশের সিঁড়ি নয়। রিজিকের ফয়সালা উপরওয়ালা করবেন। কয়েকটি টাকার জন্য দেশের ভবিষ্যৎ, সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীদের চিপা গলিতে হাঁটিয়ে তাদের দুঃসহ জীবন উপহার দেওয়ার পবিত্র দায়িত্ব (!) আপনারা নিতে পারেন না।

এমন লাখ লাখ মানুষের অনুরোধ আপনাদের প্রতি। কিন্তু তারা সশব্দে প্রকাশ করতে পারছেন না তাদের এই রোদন। লিখতে পারছেন না কলমী শক্তি ও সুযোগের অভাবে।

শ্রদ্ধেয় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারেরা আছেন, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে আরও যারা চিন্তা করেন, কাজ করেন, তাদের সবাইকে এবং যারা শিক্ষিত ও তিক্ত অভিজ্ঞতার অভিভাবক আছেন; আসুন, আমরা সবাই জাফর ইকবাল স্যারের মতো সরব হই। সর্বোপরি যারা দেশের নীতিনির্ধারক, তাদের কাছে নত মুখে আবদার করছি- আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবারের এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস যেভাবে রোধ করেছেন, ঠিক সেভাবে আমাদের কোমলমতি সন্তানদের কোচিং নামক শিক্ষা ক্যান্সার থেকে বাঁচান। একটি সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষা দেশকে উপহার দিন। আমরা ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের দেখিয়ে দিই- 'আমরাও পারি।' তোমাদের জন্য আমাদের স্নেহ-মমতা আছে। তাদেরকে আশ্বস্ত করি, তোমরা বিশ্বব্যাংক টাকা না দিলেও পদ্মা সেতুর চেয়ে দেশের বড় বড় বিপদ থেকে দূর করা কল্যাণ সেতু নিজ হাতে তৈরি করতে পারবে।

তাদেরকে স্বপ্ন দেখাই- তোমরাও জাফর ইকবাল স্যার, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের চেয়ে বড়

স্বপ্ন দেখিয়ে তোমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বদরবারে উন্নত শিরে সাহসী মানুষ হিসেবে দাঁড় করাতে পারবে ইনশাল্লাহ।

প্রভাষক, এ মোনেম মহাবিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

© সমকাল 2005 - 2018

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com